IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

আধুনিক বাংলা কবিতা এবং ভারতীয় ইংরেজি কবিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

কল্যাণ সরকার
পি.এইচ.ডি গবেষক
ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ,শিলচর

সময়ের পরিস্থিতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতা এবং কবির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতা প্রাচিনত্তের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে ভাষা হয়ে ওঠে সমসাময়িক, আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা বোধ, হতাশা ফুটে ওঠে কবিতার ভাষায়। কবিতায় ভাষায় ফুটে উঠতে থাকে অন্য ভারতের ছবি, সে ভারত কখনো গ্রামীণ ভারত, গরীব ভারত অসহায় মানুষের কথা।

রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম কবি একথা প্রথম অনুভব করেছিলেন "ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগের যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্ছে কিন্তু ক্ষণিকায় আমি ত্রিশবছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে " পাল্টে যায় কবিতার ভাষা, প্রসঙ্গ, প্রকরণ শুধু অভিনব হবার আকুলতাতেই নয়। আসলে পাল্টে যায় বলবার কথা। যে অর্থে Every age is in age of Transition, সেই অর্থেই সাম্প্রতিক চাপে সচেতন কবির কাছে ভাষা বদলে যায় কবিতার ভাষা।

আধুনিক বাংলা কবিতা এবং ভারতীয় ইংরেজি কবিতা দুটি সাহিত্য প্রস্তুতি যেখানে শব্দ গঠন, গঠনশৈলী দুটি ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য হল প্রথাগত রূপ থেকে প্রস্থান এবং ভাষা, কাঠামো এবং বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার ইচ্ছা। আধুনিক কবিরা প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, প্রশ্ন কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং বিভিন্ন প্রভাবের সাথে জড়িত হন। আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে এবং তার বিন্যাসে বৃদ্ধি হয়েছে বিভিন্ন মৌলিক এবং সামাজিক বিষয়ে। প্রেম, প্রকৃতি, মানবজীবন, সমাজসেবা, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হয় এই কবিতাগুলি। এছাড়াও, আধুনিক কবিতায় কয়েকটি প্রযোজ্যতা, বীভৎসতা, বিশ্বাস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে গভীর চিন্তা ও আবেগ অবলম্বনে রচিত হয়।উচ্চ এবং নিম্ন সংস্কৃতির মধ্যে সীমানা অস্পষ্ট হতে পারে, এবং অর্থ গঠনে ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে একটি উচ্চতর সচেতনতা রয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য হল প্রথাগত রূপ থেকে স্থান ভাষা কাঠামো এবং নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার ইচ্ছা।

বুদ্ধদেব বসু যে শুদ্ধ কবিতার ধারাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যে ধারায় লিখে আসছিলেন অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, সেই ধারারই অনুগামী বলা চলে প্রেমের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে, প্রকৃতির কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে। পঞ্চাশের দশকের কবিতায় যেন রোমান্টিকতার নবজাগরণ ঘটল। এই কবিতা ছন্দে নিপুণ, দৈনন্দিনকে ছন্দবদ্ধ করতে পারে অনায়াস দক্ষতায়। ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি বজায় রেখেও এই কবিরা কবিতায় আনতে পারেন লঘুচাল এবং সহজ ভঙ্গি। এই সময়ের নতুন কবিতার সাধারণ ধর্ম আমিত্বের আবিষ্কার, তাই এই কবিতা বিশেষভাবে স্বীকারোক্তিমূলক; পরিশ্রমসাধ্য মননচর্চার চেয়ে এইসব কবি শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় যেন বেশি আস্থাশীল। ত্রিশের দশকে কবিতাকে প্রত্ন-আধুনিকতা আর পঞ্চাশের দশকের কবিতাকে নব্য-আধুনিকতা

বলে চিহ্নিত করেছিলাম একদা কিন্তু এই নতুন পর্বের, স্বাধীনতা-উত্তরকালের কবিতার উপর, অল্প কিছু গৌণ কবির একাংশ বাদ দিলে, পাশ্চাত্য প্রভাব নেই বললে চলে। যে প্রভাব আধুনিকতাবাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধদেব বসুর অতি বিখ্যাত একটি মতামত ভারতীয় ইংরেজি কবিতা হল এলিটদের জন্য লেখা এলিটদের কবিতা। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এরকম একটা অভিযোগ কে পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যেত না, মেনে নিতেই হয় যে এমনিতেই কবিতার পাঠক কম তার উপরে মুষ্টিমেয় সেই পাঠকের অধিকাংশ ভারতের অন্যান্য ভাষার কবিতা পড়তে যতখানি আগ্রহী ভারতীয় ইংরেজি কবিতা পড়তে ততখানি নন। তিরিশ বছরে ভারতীয় ইংরেজি কবিতার পাঠক কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এমনটা নয় ভারতীয় ইংরেজি উপন্যাসের মতো ভারতীয় ইংরেজি কবিরা বিশ্ব সাহিত্যের নামের বিষয়ে পুরস্কার পেয়েছেন এমনটাও নয় কিন্তু ভারত এবং ভারতের বাইরে নানা সাহিত্য উৎসবে ভারতীয় ইংরেজি কবিদের উপস্থিতি আরো কণ্ঠিত নয় বরং সগৌরবের। গুটি গুটি পায়ে ভারতীয় ইংরেজি কবিদের কয়েকজন ঢুকে পড়েছেন ভারতের এবং ভারতের বাইরের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসও। এ কথা তো মেনে নিতেই হয় যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষার কবিতা লেখার চেষ্টা করে সফল হননি ।

ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের উপর রচিত কোন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় ইংরেজি কবিদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি কবিতা লিখেছিলেন ইংরেজিতে, নোবেল পুরস্কার বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের জন্য। এমনকি ডিরোজিও কবিতার নৈপুণ্যের দিক থেকে সমসাময়িক কবিদের থেকে এগিয়ে থাকলেও বিষয় দিক থেকে ভীষণভাবে ভারতীয় হয়ে উঠলেও কতখানি ভারতী ইংরেজি কবিতা হয়ে উঠেছে সে প্রশ্ন পাঠকের মনে সন্ধিহান জাগায়। ভারতীয় ইংরেজি কবিতার বিবর্তনে তরুণত্ব মনমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু এবং শ্রী অরবিন্দের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে খুবই উল্লেখযোগ্য হলেও আজকের পাঠকে তাদের কবিতা কি সত্যিই সেভাবে আলোকিত করতে পারে? খুব নির্মম দৃষ্টিতে দেখলে একথা বলতেই হয় যে আজকের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এইরকম ভারতীয় কবিতা লেখা শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। ১৯৫৮ সালে পি. লালের নেতৃত্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো রাইটার্স ওয়ার্কশপ। সে বছরই পিলাল এবং আর কে রাঘবেন্দ্র রায় এর সম্পাদনায় প্রকাশ পেল Modern Indo Anglian Poetry. এরপর একে একে আসেন ডম মোরেস, আদিল জুসওয়াল, এ কে রামানুজন, আর. পার্থসারথী, পৃতশ নন্দী। কবিদের হাতে ভারতীয় ইংরেজি কবিতার কাব্য ভাষাটির একটি আমুল পরিবর্তন হয়, প্রাচিনত্তের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসে ওনাদের কবিতায় ভাষা হয়ে ওঠে সমসাময়িক। ভারতীয় পুরাণ আর লোককথাকে সম্পূর্ণ বর্জক করলেন না কিন্তু কবিতার মূল সুরটি হয়ে উঠল নাগরিক। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা একাকীত্ব।

এ কে রামানুজনের কবিতায় আধুনিকতা ,রামানুজন তার মধ্যে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা উভয়েরই সমন্বয় সাধন করেছেন প্রায়শই ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যের দরকারী এবং প্রাপ্য দিকগুলিকে একীভূত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। কে.এন. দারুওয়ালা মন্তব্য করেছেন: "এটিই রামানুজনের দ্বান্দ্বিকতাকে তার বিশেষ প্রান্ত দেয়, অন্ধকার আবেগ এবং যুক্তির কঠিন আলো হাতে চলে যায়, একটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি লোককাহিনী অতীত যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্মানিত একটি ভাষাতে নিজেকে উন্মোচিত করে।

বাংলা এবং ইংরেজি কবিতা ভাষার ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা কবিতা সাধারণভাবে সামাজিক বিষয়, এবং সাধারণ মানুষের জীবনের ঘটনাবলী ভাষার প্রচুর ব্যবহার করে। ইংরেজি এবং বাংলা কবিতার ভাবনা অভিজ্ঞতা তাদের সাংস্কৃতিক সংদর্ভে ভিন্ন হতে পারে। ইংরেজি কবিতা অধিকভাবে ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টিকোণ হতে পারে, যখন বাংলা কবিতা সাধারণভাবে সামাজিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে দেখা যায়। দীর্ঘ কবিতায় আধুনিক কবি সিদ্ধি অর্জন করেন বহু বিপরীতের পরস্পর প্রতিঘাত ও ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশজনিত এক ঐকরস সৃষ্টির মাধ্যমে। এই জটিলতা যখন এত সুমোচনীয় ছিল না, যখন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা ছিল প্রধানত দ্বৈত সঙ্গীতের মতো দুই সহযোগী, তখন দীর্ঘকবিতা প্রায়শই ছিল কাহিনী-নির্ভর। কোলরিজের প্রাচীন নাবিকদের গান সেই অর্থেই পুরাতনী দীর্ঘ কবিতা নয়, যে অর্থে সেখানে কবি-কল্পনা 'একাধিকের ঐক্য' রচনা সম্ভব করেছে। কোলরিজের 'রাইম অফ দি এশ্যেন্ট ম্যারিনার' কতখানি প্রতীকী কবিতা সে সম্বন্ধে যদিও বিতর্কের সূচনা করা চলে, এবিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই যে এই কবিতায় চিত্রকল্পগুলি ক্রমশই ব্যাপকতর অনুষঙ্গ সৃজনের

মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয়েছে— কবিতায় সূর্য এবং চন্দ্র, অপরাধ এবং প্রায়শ্চিত্ত, ন্যায় এবং অন্যায় সংক্রান্ত নাবয়ব কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের অবশ্য এর পরে মনে হয় যে অতঃপর একে প্রতীকী বলতে বাধা কী? কেননা চিত্রকল্পগুলি অনুষঙ্গের পরিধি বাড়াতে বাড়াতে এক সময় স্বাধীনতা পেতে চলেছে। তখনই এ কবিতার সূর্যের মতোই অনেক কিছুই হয়ে উঠেছে প্রতীক। অথচ এ যদি প্রতীকী না হত, তা হলে Angel's head-কে পরিবর্তিত করে gods' own head লেখার কোনো প্রয়োজনই হত না। ক্রান্তীয় সূর্যের প্রথম প্রকাশে যে গৌরবী সমুজ্জ্বলতা, তা অচিরে হারিয়ে যায়, সে সূর্যই হয়ে ওঠে অপ্রিয় এবং অশুভ। ক্রান্তীয় সূর্যের এই দ্বৈত রূপ প্রাকৃতিক সত্য—এই সত্যের দ্রষ্টাদের কাছেই তা দ্ব্যর্থক!

এই অংশেই আধুনিক কবির জগতের সঙ্গে কোলরিজের জগতের ব্যবধান। কোলরিজের নাবিকেরা নৈতিক সঙ্কটে দ্বন্দ্ব দীর্ণ। কিন্তু যে বিশ্ব তাদের অস্তিত্বের ধারক, সে বিশ্বের সকল কিছুই যথাস্থানে যথাদত্ত ভূমিকা পালন করছে। পক্ষান্তরে আধুনিক কবির জগৎ নানা বৈপরীত্য, নানা অসঙ্গতিতে বাদীবিবাদীর লীলায় দুরূহ। সেখানে দীর্ঘ কবিতায় যে তৃতীয় স্বর শ্রুতিগোচর, সে তৃতীয় স্বর ঐ জটিলতার মধ্যবর্তী স্রষ্টা তারই অভিঘাত বা impact-এর বাহক কণ্ঠস্বর ঐ তৃতীয় স্বর।

উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যের মূল ছবিটিতে দুই বিন্যাসের তাৎপর্য বুঝতে ভুল হয় না। তার একটির প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ,বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ কমবেশি এই ধারারই অনুবর্তী। মুখ্যত এটা প্রতীকী কবিতার ধারা। আরএকটি ধারার প্রধান কবি বিষ্ণু দে। এটি আধুনিক কবিতার ধারা ,সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ ও মনীন্দ্র রায় এই ধারার কবি।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ,ব্যক্তিগত কবিতার গহন রহস্য তাকে কোনোদিন হাতছানি দেয়নি অথচ যাকে বলা যায়, গণ-কবিতা বা সাধারণ্যের কাব্য, তিনি সে রচনায় স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমাণ রাখলেও তাঁর প্রধান সার্থকতা তার ব্যক্তি । বাংলা আধুনিক কবিতার সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটা 'টোন' বা স্বরক্ষেপের জন্য বিশিষ্ট। এ বিশিষ্টতা তাঁর স্বোপার্জিত, তাঁর কবিরে সহজাত, যে-মুহূর্তে এটা অনুকারীদের হাতে অনুকৃত হতে গেছে, সেই মুহূর্তে তারা পড়েছে তাদের নিজস্ব স্বর-ব্যতিরিক্ত বক্তব্যের সোচ্চারতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি- জীবনের প্রাথমিক পর্বে এই উচ্চগ্রাম-স্বর কিন্তু প্রকট হয় নি। অন্তত যেদিন শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতার' অন্যতম সম্পাদকীয় ভূমিকায় এ মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্রের মতো জুড়ে দেওয়া হয়েছে--সেদিন সুভাব মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের তির্যক ভঙ্গি গণ-কণ্ঠের প্রতিভূ হয়ে ওঠেনি,কোনো দিনই হয়নি। অসামান্য ক্ষমতাবলে তিনি তাঁর কতকগুলি পঙক্তিকে গণ-কণ্ঠবাহিনী ,না কি ছাত্র যুবক কণ্ঠবাহিনী? করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা অবয়বের নতুন রেখাচিহ্ন সৃষ্টিতে একান্ত ভাবেই বিশিষ্ট।

সমসাময়িক ভারতীয় কবিদের রচনা অনুশীলন করা সমাজে কবিতা ও সাহিত্যের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, পরিবেশিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা ও দুশ্চিন্তার সামাধানে মানদন্ড স্থাপনে মহান ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করতে পারে। মীনা কান্দাসামি একজন সমসাময়িক ভারতীয় কবি, লেখক যিনি তার শক্তিশালী এবং চিন্তা-প্ররোচনামূলক কবিতার জন্য পরিচিত। তার কাজ প্রায়ই নারীবাদ, সামাজিক ন্যায়বিচার, বর্ণ বৈষম্য এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার বিষয় নিয়ে কাজ করে। কান্দাসামির কবিতা প্রায়শই লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর অধিকার এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সম্বোধন করে। তার কবিতাগুলি প্রায়ই লিঙ্গ এবং ক্ষমতায়ন এবং সমতার পক্ষে সমর্থনকারীর মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতার অন্বেষণ করে।

আধুনিক বাংলা কবিতা এবং ইংরেজি কবিতার অন্তর্নিহিত এবং বাহ্যিক পাঠকের সম্মুখীন প্রসৃত করার চেষ্টায় রত। গবেষক অবিরাম চেষ্টা করেন নতুন সৃষ্টির কবিতার নতুন আঙ্গে কে বিশ্লেষণ করার।

তথ্যসূত্র :

Balachandran k (2004) Critical Responses to Indian Writing in English Sarup & Sons New Delhi.

Ezekiel Nissim (1999) Collected poem, Oxford university press.

King Bruce(2001) Modern Indian Poetry in English Oxford University Press.

Nawala M. Arvind (2020) Critical Essays on Indian English Poetry and Drama Authors Press.

Ranjan P.K (1995) Changing traditions in Indian English literature Creative Books, New Delhi.